যুগান্তর

তারিখ ... ২১.৪.২০০৮ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

পলাশে বিদ্যালয়ের জমিতে আ'লীগের অফিস ও মার্কেট

বিশ্বজিৎ সাহা, নরসিংদী থেকে

নরসিংদীর পলাশ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের জমি দখল করে আওয়ামী লীগের কার্যালয় ও মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। এদিকে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে দখলে স্থানীয় সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান পোটনের ইশারা থাকায় অসহায় হয়ে পড়েছে প্রশাসন।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় দুই একর জমির ওপর পলাশ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখে বিদ্যালয় মার্কেট : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

মার্কেট : বিদ্যালয়ের জমিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধকালীন শীতলক্ষ্যা নদীর পলাশ বাজার খেয়াঘাট সংলগ্ন বিদ্যালয়ের জায়গায় বালুচরপাড়ার আবদুল লতিফ দুলু মিয়ার ছেলে মনির হোসেন, আলমগীর ও মনজুর মিয়া মার্কেট নির্মাণ শুরু করে। তাদের সঙ্গে যোগ হয় যুবলীগের সহসভাপতি জুলহাস মিয়াসহ ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় কিছু সুযোগসন্ধানী নেতা। তারা নির্মাণাধীন মার্কেটের সামনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঘোড়াশাল পৌরসভা ৩নং ওয়ার্ড পলাশ বাজার শাখা কার্যালয়ের একটি সাইনবোর্ড টানিয়ে দেয়। ১৫ এপ্রিল স্কুল খোলা হলে শিক্ষকরা কাজ বন্ধ রাখার অনুরোধ জানালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা হয় বলে জানান শিক্ষকরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ভূমি অফিস ও শিক্ষা অফিস থেকে দুটো দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কাজ বন্ধের নির্দেশ দিলেও তার তোয়াক্কা না করেই দিনরাত চলছে নির্মাণ কাজ।

শনিবার দুপুরে পলাশ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, আট থেকে দশজনের একদল শ্রমিক মার্কেট নির্মাণ কাজ করছে। সংবাদকর্মীদের উপস্থিতি টের পেয়ে আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

দখলদার আলমগীর বলেন, আমাদের কাছে এই জমির কোনো কাগজ নেই। জমির বিষয়ে স্কুল ও কো-অপারেটিভ জুট মিলস কর্তৃপক্ষ বাধা দিলে আমরা বলেছি তাদের কাগজপত্র থাকলে ছেড়ে দেব কোনো সমস্যা নেই। দখলে দলীয় সাইনবোর্ড ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, আওয়ামী লীগের নেতারা চেয়েছে তাই একটি রুম ছেড়ে দিয়েছি। তবে এ কথার প্রতিবাদ জানিয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, আমরা কারও কাছ থেকে ভাড়া নেইনি। দীর্ঘদিন যাবত দলীয় কার্যালয় না থাকায় এমপি সাহেব ও দলীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেই এখানে অফিস নির্মাণ করা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জানান, ১৯৬৮ সালে রাম দয়াল ঘোষ নামে এক ব্যক্তি পৈতৃক হিসেবে পাওয়া ৩৩ শতাংশ জমি স্কুলের নামে দানপত্র দলিলের মাধ্যমে দান করেন। জমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য কৃষি প্রদর্শনী খামার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান পোটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জরুরি সভায় আছেন বলে জানান।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাদিরা খানম বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পরই উপজেলা প্রশাসনের লোকজন কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টির সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে পড়ায় আমরা একটু বেকায়দায় পড়েছি। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।